দলিত আন্দোলন

ডঃ শুচিস্মিতা রায় পাল

দলিত আন্দোলনের আলোচনার শুরুতেই প্রথমে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার দলিত বোঝাতে আমরা কাদের বুঝি। অন্যান্য বিস্তারিত সংজ্ঞা বাদ দিয়ে ১৯১১ সালের আদম সুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায়।

১। এরা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানে না।
২। কোন উচ্চবর্ণের লোকেরর কাছ থেকে মন্ত্র বা দীক্ষা নেন না।
৩। ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেন না।
৪। ব্রাহ্মণরা তাদের কোন সেবা করেন না।
৫। এদের কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে না।
৬। সাধারণ হিন্দু মন্দিরে এদের প্রবেশ অধিকার নেই।
৭। এরা মৃতদেহ কবর দেয়।
৮। এরা গোমাংস ভক্ষণ করে।

যদিও সরকারী ভাবে দলিতদের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে এটিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা তবুও পুরোপুরি স্পষ্ট ছবি আমরা এতে পাইনি। সাধু বাংলায় তফশিলী জাতিকে বলা হয় 'হরিজন' অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান। ১৯৩৩ সালে মহাত্মা গান্ধী এই শব্দটির প্রবর্তন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে এই হরিজনদের 'দলিত' বলে ডাকা হোত।

এই দলিতরা ভারতীয় জমসংখ্যা শতকরা ১৮ ভাগ। ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তারা সংখ্যায় ১৬৮০ লাখ। এদের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ হচ্ছে শ্রমিক

Scanned with CamScanner

যাদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন কৃষি শ্রমিক। এদের মধ্যে অনেক ঝাড়ুদার, মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতি আছেন। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এরা সংখ্যায় খুবই কম। পাঞ্জাবের চুরহা, রাজস্থানের ভাঙ্গিমেহতর, বাংলার হাড়ি প্রভৃতি জাত একই ধরণের এবং এরা অস্পৃশ্য। তবে দাক্ষিণাত্যে তারা আরো একধাপ এগিয়ে। তেলেগু মালা এবং তামিল পরায়ণ এক অপবিত্র অস্পৃশ্য জাত। এদের ছায়া মাড়ালেই মানুষ অপবিত্র হয়ে যাবে, এমনই ধারণা প্রচলিত ছিল।

নিম্নবর্ণিত লেখচিত্রের সাহায্যে হিন্দুসমাজে দলিতদের অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে-

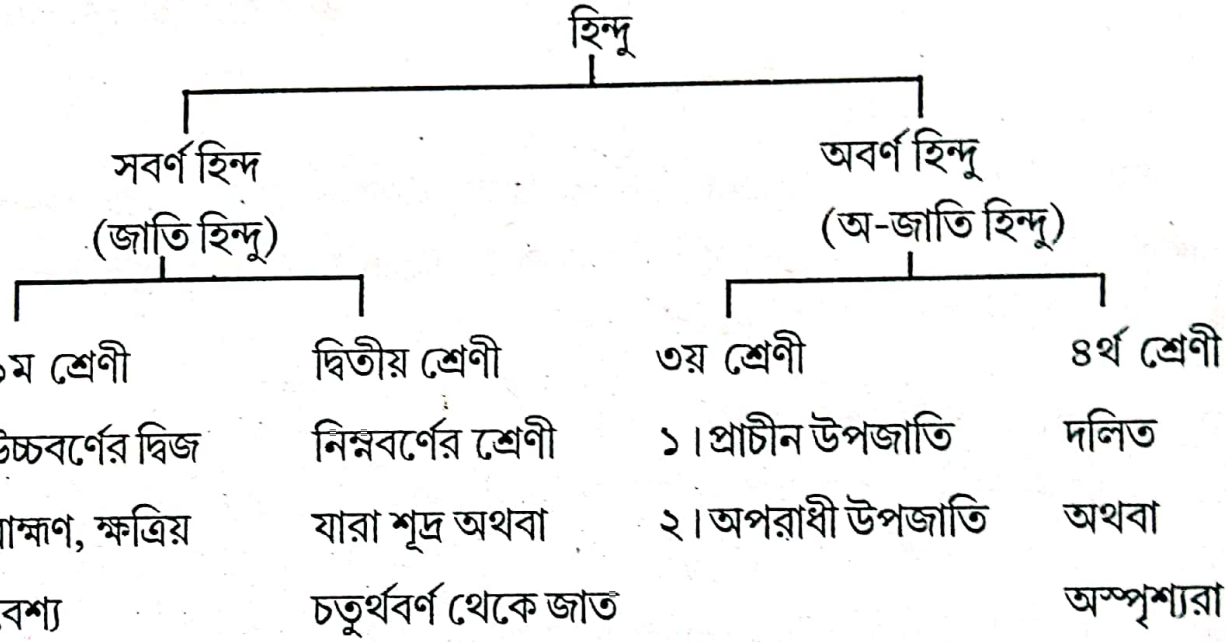

যাইহোক, এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে মনুস্মৃতি, কাত্যায়ন স্মৃতি নারদ অথবা নারদ স্মৃতি এরা সবাই দলিতদের প্রচন্ডভাবে পৃথক করেছেন এবং সম্মানের এতটুকু জায়গা তাদের জন্য রাখেননি।

Scanned with CamScanner

২। এরা গাছতলা অথবা কবর স্থানের পাশেই প্রধানত বসবাস করে।

৩। কুকুর এবং গাধা প্রধানত এই পশুরাই এই সব দলিত অন্ত্যজদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

৪। তারা লোহার গহনা পরবে এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ঘুরবে।

৫। ধার্মিক কোন ব্যক্তি কখনও তাদের সংস্পর্শ আসবে না।

৬। তাদের খেতে দেওয়া হবে ভাঙা বাসনে।

৭। নিম্নবর্গের কোনো লোকের সাথে উচ্চবর্গের কারোর কোন যোগাযোগ থাকলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

অলবিরুণীর লেখাতেও চন্ডালদের উল্লেখ আছে। তিনি জাতব্যস্থায় মধ্যে পরে না এরকম দুই ধরণের জাতের লোকের কথা বলেছেন, প্রথম শ্রেণীর লোক হলো অন্ত্যজ, যাদের গ্রামের বাইরে থাকতে যেত যেমন, নাবিক, জেলে, শিকারী প্রভৃতি পেশার লোকজন।

এছাড়া আছে চন্ডাল ও ডোম। এই দুই শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের আবর্জনা পরিস্কার করার কাজ করতো। ডোমের আর একটা কাজ ছিলো সেটা হল গান বাজনা করা।

বাংলায় চন্ডালরা নমঃশূদ্র হিসেবে পরিচিত। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বাংলায় চন্ডালরা ছিলো বৃহত্তম জাত, যার সংখ্যা ছিলো কুড়ি লক্ষ। এদের অস্পৃশ্য হিসেবে মনে করা হতো। এরা সরকারি তফশীলের অন্তর্ভুক্ত। এদের আটটি বিভাজন ছিলো এবং এরা নিজেদের মধ্যেই খাওয়া দাওয়া ও সামাজিক আচরণ করতো। এরা কৃষি বা নৌ চালনার কাজে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন।

১৯৫২ সাল থেকে ডোম, যারা চন্ডাল হিসেবেও পরিচিত, পশ্চিমবঙ্গে একটি অপবিত্র জাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নৌকা চালনা, কৃষি এছাড়া ছুতোর মিস্ত্রী প্রভৃতি কাজে তারা নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া মূলত মৃতদেহ সৎকার, আবর্জনা পরিস্কার ইত্যাদি কাজও এরা করে থাকে। পাঞ্জাবের চুরহা, রাজস্থানের ভাঙ্গি মেতের বাংলায় হাড়ি এই ধরণের জাতগুলি একই ধরণের।

এছাড়া জাতকের গল্পেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর কাছে তক্ষশীলার গ্রামে বা নগরে তারা থাকত। তাদের জাতবৃত্তি ছিলো ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করা।

Scanned with CamScanner

বংশগত দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় প্রায় সমস্ত দলিতদেরই উৎস অনার্য। তারা ইন্দো আর্য ভাষার কথা বললেও তাদের চেহারা এবং আচরণ ছিলো পূর্বপুরুষদেরই মতন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের উদার কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানসিকতা দ্বারা অবদমিত শ্রেণীগুলির উন্মেষের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, ইংরাজী শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এগুলি সবই নিম্নবর্গের লোকেদের এগিয়ে চলার পথে সহায়তা করেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে মূলস্রোতে কিন্তু তাদের প্রচুর অবদান রয়েছে। সমাজের মূলস্রোতে অবস্থিত ব্যক্তিদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিস্কার রাখা এবং যুদ্ধে প্রধান সেনার পদে প্রধানত তারাই থাকতেন তবুও তারা ছিলেন অস্পৃশ্য অবহেলিত।

একথা সত্যি যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ নয়। এখনও আমরা এই সব অবহেলিত অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের খবর পাই। বিশেষ করে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে। তবে বাংলায় এই প্রথার খুব একটা অস্তিত্ব দেখা যায় না, কারণ দেশভাগের পর যখন আমরা সবাই সংগ্রাম করে এদেশে এসেছি সেখানে আমরা জাতির উৎসকে মনে রাখে নি। দ্বিতীয়ত, এই বাংলাতেই আমরা পেয়েছি শ্রীচৈতন্য, রাজারামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-যাঁরা মানুষকে দেবতা হিসেবে জ্ঞান করেছিলেন। তৃতীয়ত বৌদ্ধ ধর্মের একটা ইতিবাচক প্রভাব আছে এই সমাজে যার ফলেও অস্পৃশ্যতার ধারণা এখানে দুর্বল। এবং সবশেষে বলা যায় স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশে কমুউনিষ্টদের প্রভাবে সাম্যর ধারণা প্রচলিত।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি দলিত রয়েছেন। যেমন মহারাষ্টে, মহার মধ্যভারতের বালাশিস, তামিলনাড়ুতে পরিহাস, পনীনস মাহরন, ক্যানকাস ইত্যাদি কেরালা শহরে চন্ডাল, হাড়ি, ডোম, চামার, মেথর ইত্যাদি। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে অস্পৃশ্যতাকে দূরে না সরিয়ে এই সব দলিতেরা তাদের নিজেদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতাকে বজায় রাখেন যেমন ডোম অথবা বাগ্‌দী ভাঙ্গী অথবা চামারদের অস্পৃশ্য বলে মনে করেন।

দলিত আন্দোলনকে যদি আমরা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রাক্তন অস্পৃশ্যদের জেহাদ ঘোষণা বলি-তাহলে সেটি ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে দেখা যায়নি এই ভাবেই

Scanned with CamScanner

প্রতিপক্ষ হয়। যদি আমরা বিস্তারিত অর্থে বলতে চাই যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের জেহাদ ঘোষণা তাহলে জাতিভেদ প্রথার সাথেই এটির একত্রে অবস্থান হওয়া উচিৎ। আবার আরেকভাবে আমরা এটিকে বলতে পারি জাতিভেদ প্রথার দ্বারা সৃষ্ট সেই আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নতা দলিত আন্দোলনে যার মূর্ত প্রকাশ।

প্রধানত সেই কারণগুলি যাকে কেন্দ্র করে দলিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো Colonial এবং Post colonial সময়ে সেগুলি সাধারণত অস্পৃশ্যতাকে কেন্দ্র করে। এবং সেগুলি প্রধানত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল কৃষি শ্রমিকদের দ্বারা তারা আন্দোলন করেছিলেন সরকারী কাজ এবং সংগঠনমূলক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় দলিত অথবা তফশিলী জাতির সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মাহার আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলো। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ডঃ আম্বেদকর যিনি জাতিতে মাহার ছিলেন একজন সর্বভারতীয় নেতা, কিন্তু মহারাষ্ট্রের বাইরে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় হননি।

আম্বেদকর মনুস্মৃতিকে অস্বীকার করে একথা যে মনু এতজন সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, সেজন্য সমাজে তার প্রনীত নীতির প্রভাব কী সেকথা বোঝার মত দুরদৃষ্টি তার ছিল না। তিনি মনুস্মৃতিকে অবিচারের প্রতীক বলে মনে করেন যার দ্বারা সমস্ত দলিত সম্প্রদায় দলিত হয়েছে।

আম্বেদকর বিখ্যাত পুস্তক "Who were the Shudras" লিখে জ্যোতিবা ফুলের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। জ্যোতিবা ফুলেকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ শূদ্র' বলে - যিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের তাদের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন এবং তিনি এবাণীরও প্রচার করেছিলেন ভারতের পক্ষে বিদেশী শাসনের থেকে মুক্ত হওয়া অপেক্ষা সামাজিক গণতন্ত্র আরো অনেক বেশী প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

আম্বেদকর এই নীতির উপর ভিত্তি করে সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

১। হিন্দুধর্মের একটি নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ থাকবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যথা বেদ, পুরান, শাস্ত্র সেগুলিকে পবিত্র বলে গণ্য হবে না এবং তারা কোন নীতি চালু করতে পারবে না।

২। ব্রাহ্মণত্বে বংশানুক্রমিকতা থাকবে না। ব্রাহ্মণ পদে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাদের পরীক্ষা দিতে হবে।

৩। "সনদ" ব্রাহ্মণের থাকবেনা তাঁর কোন পূজা অর্চনা অধিকারও থাকবেনা।

৪। পুরোহিত অবশ্যই রাষ্ট্রের ভৃত্য হবেন। এবং তাকে যে কোন ধরণের অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেবার অধিকার থাকবে।

৫। রাষ্ট্রর প্রয়োজন অনুযায়ী পুরোহিতের সংখ্যা সীমিত থাকবে।

পরবর্তীকালে শ্রীমতী অ্যানিবেশান্তের সাথেও আম্বেদকরের কিছুটা মনোমালিন্য হয়েছিলো কারণ শ্রীমতী ব্যাসান্ত "The uplift of the Depresed class" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন অবদমিত শ্রেণীর জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা। কারণ তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা অপেক্ষাও সুস্বাস্থ্য অধিক প্রয়োজনীয় এবং অপরিচ্ছন্ন ও অস্পৃশ্য ছেলেমেয়েদের সাথে পরিচ্ছন্ন পরিবারের সন্তানেরা একসাথে শিক্ষালাভ করলে তাদের বিভিন্ন ধরণের রোগ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

আম্বেদকারের All India Depressed Class Federation এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সরকারগুলি এই জাতগুলির উন্নয়নকল্পে কিছু কিছু কাজ করেন। বম্বের কংগ্রেস সরকার Bombay Harizon Temple Worship Act প্রণয়ন করে। হরিজনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করলেন উত্তরপ্রদেশ সরকার ও বিহার সরকার।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দলিত আন্দোলন একটি মুখ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত। স্বাধীনতার পূর্বে এই জাতি বিরোধী আন্দোলনটি একটি শক্তিশালী অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন বলে পরিচিত ছিল। মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের এটি দলিত আন্দোলন, উত্তরপ্রদেশ আদি হিন্দু আন্দোলন, বাঙলায় নমঃ শূদ্রের আন্দোলন, তামিলনাড়ুতে আদি দ্রাবিড় আন্দোলন বলে পরিচিত ছিলো। পরবর্তীকালে ১৯৭০

Scanned with CamScanner

সালে একটি বিক্ষোভের সূচনা দেখা যায় এবং ১৯৭২ এ এটি দলিত প্যান্থার বলে আখ্যায়িত হলো। এই সময়ে সমগ্র দলিত এবং তাদের সংগঠন চলে এসেছে নেতৃত্বের সারিতে, তাদের সাথে রয়েছে অব্রাহ্মণ জাতি এখন যাদের আমরা বলি OBC অর্থাৎ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী।

এই দলিত এবং অব্রাহ্মণ আন্দোলনকে Anti Systematic আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকদের ভাষায় অথবা কর্মনির্বাহী তাত্ত্বিকদের মত অনুযায়ী এগুলি Value oriented movement বা Norm oriented movement এর বিরোধী। অর্থাৎ তারা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু সংস্কারমূলক ধারা রয়েছে।

এই দলিত আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাথমিক অবস্থায় এটি হলো সেই আন্দোলন যা হিন্দুধর্ম থেকে নিজেদের পৃথক বা স্বতন্ত্র করতে চেয়েছিলেন এবং যারা একটি সংহতির কথা ভাবছিলেন।

প্রাথমিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বে আমরা দেখি হায়দ্রাবাদের ভাগ্যরেড্ডীবর্মা; দ্বিতীয়টিতে হায়দ্রাবাদের আরিয়ায় রামস্বামী এছাড়া নাগপুরে জি. এ. গভাই এর নাম উল্লেখযোগ্য। এবং সবকিছু ছাপিয়ে যার নেতৃত্ব অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কর।

আমবেদ্‌কর প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায় যে ১৯১৭ সালে আমরা দেখলাম হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ক্রমাবনতি এবং একটি নতুন আন্দোলনের উত্থান যা দলিত আন্দোলন নামে পরিচিত। দেশে সেই সময় ১৯১৭-২০ সালের রাজনৈতিক সংকট।

যে তরুণ তুর্কী এই সময়ের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি হলেন তরুণ স্নাতক ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কর। আমবেদ্‌কর এলফিনস্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হলেন এবং পরবর্তী তিন বছর কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক বছর লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসে অধ্যায়ন করেন। তিনি কিছু দিনের জন্য বরোদার কাজ করেন এবং সেখানে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাজ ছেড়ে দেন এবং সিদেহাম কলেজেং অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। উচ্চশিক্ষিত এবং সুবিন্যস্ত বলে সম্প্রদায় থেকে তাকে নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়।

Scanned with CamScanner

মহারাষ্ট্রের উচ্চশ্রেণীরা তখন সংশোধিত হয়ে অস্পৃশ্যদের সমর্থন চাইলেন কিন্তু তাদের পরিকল্পনা সার্থক হোলনা। প্রথমসভা ১৯১৭ সালে যেটি চন্দ্রভারকরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তারা আমবেদকরকে মহর স্নাতক বলে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন। আমবেদকর সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন।

দ্বিতীয় সভাটি বরোদার যেখানে আমরা বিপিনচন্দ্র পাল, প্যাটেল, লোকমান্য তিলক এবং শঙ্কারাচার্য্য ও গান্ধীর টেলিগ্রাফ পাই। কিন্তু সেই সম্মেলনও সার্থক হয়নি। তৃতীয় সভাটি ১৯২৮ সালে ৫-৮ মে মাসে যখন আমরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতার দূরীকরণে সভা, যা বীজ পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সভাটিতে গান্ধীজি উপস্থিত থেকে যখন সম্মেলন উপস্থিত সমস্ত হরিজনদের হাত তুলে সমর্থন জানাতে বলেছিলেন বিস্ময়ে দেখা গেল একজনও হরিজন সেখানে উপস্থিত নেই। সেই সভাও বাতিল বলে ঘোষিত হলো।

এই ঘটনাগুলিকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন সেই সব অস্পৃশ্যরা একথা বুঝলেন যে হিন্দুদের দ্বারা তারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। এই সময় আমবেদকর বিকল্প নেতৃত্বের দাবী জানান প্রধানত তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা প্রথমত, তিনি একটি দলিল পেশ করেন। দ্বিতীয়ত - ১৯২০ সালের দুটি সম্মেলনেই তিনি উপস্থিত হলেন এবং তৃতীয়ত- একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন যার নাম সূত্র নায়ক।

এরপর আসছে সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ১৯১২ সাল দ্বিতীয় গোল টেবিল সম্মেলন পুনাচুক্তি এবং মহাত্মা গান্ধী।

দলিত আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৩০-১৯৩৬ সাল হচ্ছে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই সময়েই গান্ধীর সঙ্গে আবার তার মনোমালিন্য হয় এবং বিখ্যাত সেই উক্তি "I have been born a Hindu but I will not die as a Hindu" এরপরই দলিত আন্দোলনের নেতা হিসেবে আমবেদকর স্বীকৃতি পান।

প্রধানত তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে দলিত সংগঠনের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে দলিত আন্দোলন একটি বহু বিস্তৃত আন্দোলন, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি দলিত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নেওয়া যেতে পারে।

১। দলিত আন্দোলন শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু মাত্রার দলিত আন্দোলন হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

২। এই আন্দোলনটি জাতি বিরোধীই ছিল জাতি সংস্কার মূলক নয়।

৩। শোষিত শ্রমিক কৃষক হিসেবে সর্বদাই অর্থ বা শ্রেণী তাদের কেন্দবিন্দুতে ছিল।

অর্থাৎ আমরা একথা বলবো যে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাতাগণ দেশের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাদের বিকাশেরও নানান ব্যবস্থা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্তরযোজনা, ইত্যাদি। তবে, তা সত্ত্বেও দূর্বল শ্রেণীগুলির সমস্যার সমাধান ভালোভাবে হয়নি এছাড়া আমাদের সামাজিক বিধিনিষেধ তাদের এখনও সমাজের মূলস্রোতের প্রবাহিত হতে দেয়নি।

প্রকৃতপক্ষে যে প্রকার অস্তিত্ব যুগান্তব্যাপী তাকে শুধুমাত্র আইন প্রনয়ন করে বন্ধ করা যাবে না। তারজন্য এই ঘুনধরা সমাজের পরিবর্তন দরকার এবং দরকার সার্বিক শিক্ষার প্রচলন। এবং সেই ক্ষমতায় আসীন হবার জন্য দলিত শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন নিরলস সংগ্রাম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. Ghosh G.K Shukla Ghosh, 1997, Dalit Women, APH Publishing Corporation.
2. Chanda Mauli V, 1994, B.R Ambedkar, Deep & Deep Publication
3. Tel Fumbde Anand, Theorising Dalit Movement Http#www.ambedkar.org/research.
4. Rao Ghanashyam. The Structure of south India Untouchable Caste,Sage.
5. Omvet Gail, Dalit and Democratic Revolution, Sage.

Scanned with CamScanner